মুমিনের প্রথম কাজই হলো আল্লাহর দিকে ডাকা

অধ্যাপক গোলাম আযম

পটভূমি

আমি লক্ষ করেছি যে, যারা মসজিদে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামা'আতে আদায় করেন, রমযানে রোযা তো পালন করেনই, খতমে তারাবীহও অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পড়েন; কিন্তু দীনের দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে জামা'আতবদ্ধ হওয়ার জন্য তাকিদ দিলেও এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেন না।

ইকামাতে দীনের উদ্দেশ্যে জামা'আতভুক্ত হয়ে জনগণকে আল্লাহর দিকে ডাকার তাকিদ সকল আলেমও দেন না বলে স্বাভাবিক কারণেই মুমিনের প্রধানতম এ কাজটিকে তারা গুরুত্ব দেন না। তারা যাদের নিকট থেকে নামায-রোযা ও অন্যান্য ধর্মীয় কর্তব্য পালনের শিক্ষা লাভ করেছেন, তারা দীনকে বিজয়ী করার কাজ যে সবচেয়ে বড় ফরয এবং এ ফরযটি আদায় করার জন্য যে জামা'আতভুক্ত হওয়া দ্বিতীয় বড় ফরয– এ বিষয়ে তাকিদ দেন না বলেই অনেক ধার্মিক লোকেরাও এ সম্পর্কে গুরুত্ব অনুভব করেন না।

তাই এ সম্পর্কে এ বইটি লেখা প্রয়োজন মনে করেছি। আল্লাহ তাআলা বইটির পাঠক-পাঠিকাগণকে এ বিষয়ে সচেতন হতে সাহায্য করুন। আমীন।

গোলাম আযম
ডিসেম্বর ২০০৯

সূচিপত্র

মুমিনের প্রথম কাজই হলো আল্লাহর দিকে ডাকা
মুমিনের এটাই প্রথম কর্তব্য
ইসলামে পাদ্রি-পুরোহিত পদ্ধতি নেই
মুসলিমের পরিচয়
মুসলিম সমাজের অবস্থা
রাসূলগণকে কী দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে?
রাসূল (স)-এর উম্মতেরও একই দায়িত্ব
খিলাফতের দায়িত্ব
মানুষ কার খলীফা?
ব্যক্তিগতভাবে ধার্মিক হলেই কি খলীফার মর্যাদা পাওয়া যাবে?
ইকামাতে দীন সবচেয়ে বড় ফরয
দীনকে বিজয়ী করার জন্য সংগঠনভুক্ত হওয়া দ্বিতীয় বড় ফরয
দাওয়াত ইলাল্লাহ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার শ্রেষ্ঠ উপায়
উদাহরণটি নিম্নরূপ

www.priyoboi.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মুমিনের প্রথম কাজই হলো আল্লাহর দিকে ডাকা

'আল্লাহর দিকে ডাকা' এমন এক মহান, গৌরবময় ও মর্যাদাকর কাজ যা আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয়। সূরা হা-মীম সাজদা-এর ৩৩ নং আয়াতের শুরুতে আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَاۤ اِلَى اللّٰهِ ـ

'ঐ ব্যক্তির কথার চেয়ে আর কার কথা ভালো হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে ডাকল?' আল্লাহ তাআলা স্বয়ং সার্টিফিকেট দিলেন যে, আল্লাহর দিকে ডাকার চেয়ে আর কোনো কথা বেশি ভালো হতে পারে না।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অন্যত্র ইরশাদ করেছেন,

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ـ

'(হে নবী!) ডাকুন, আপনার রবের দিকে হিকমত ও উত্তম বক্তব্যের মাধ্যমে।' (সূরা নাহ্ল : ১২৫)

আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূলগণকে এ মহান কাজটি করার দায়িত্ব দিয়েই পাঠিয়েছেন। তাই তাদের এত বড় মর্যাদা। আসমানের নিচে ও জমিনের উপরে এর চেয়ে মহান আর কোনো কাজ নেই। যারা নবীগণের অনুকরণে এ কাজটিকে বড় কর্তব্য মনে করে তারা অবশ্যই আল্লাহর প্রিয় পাত্র।

আল্লাহকে একমাত্র হুকুমকর্তা প্রভু মেনে তাঁর প্রেরিত জীবনবিধান মেনে চলার জন্য অন্য মানুষকে আহ্বান জানানো এমন একটি মহান কাজ, যা আহ্বানকারীর মর্যাদা বৃদ্ধি করে। একজন সাধারণ লোকও কোনো ধনী, প্রভাবশালী বা ক্ষমতাশালীর নিকট গিয়ে এ দাওয়াত দিতে পারে। যার নিকট দাওয়াত দিতে যাওয়া হয় তিনি এ দাওয়াত কবুল না করলেও দা'ঈকে মনে মনে অবশ্যই সম্মান করতে বাধ্য। কারণ, তিনি তাঁর কাছে কিছু চাইতে যাননি; কিছু দিতেই গেছেন। তিনি নিজের কোনো পার্থিব স্বার্থ হাসিলের জন্য যাননি; সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থের পরিচয় দিয়েছেন।

মুমিনের এটাই প্রথম কর্তব্য

রাসূল (স) ইরশাদ করেন, بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً 'আমার নিকট থেকে একটি আয়াত হলেও পৌঁছিয়ে দাও।' (বুখারী)

যারা রাসূল (স)-এর দাওয়াত কবুল করে ঈমান এনেছেন, তাদের প্রথম কর্তব্যই ছিল অন্যদেরকে ঈমানের দাওয়াত দেওয়া। নবুওয়াত লাভের বারো বছর পর মি'রাজের সময় পাঁচ ওয়াক্ত জামা'আতে নামাযের হুকুম আসে। রোযা, যাকাত ও হজ্জ তো হিজরতের পর ফরয হয়। রাসূল (স) ও যাঁরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছেন, তাঁরা হিজরতের পূর্বে তেরো বছর প্রধান কী দায়িত্ব পালন করেছেন? যখনই কেউ ঈমান এনেছেন তখন থেকেই তিনি অন্যদেরকে ঈমানের দাওয়াত দিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহর দীনের দাওয়াত দুনিয়ায় বিস্তার লাভ করেছে। যে যতটুকু দীনের আলো পেয়েছেন, তিনি তা-ই অন্যের নিকট বিতরণ করেছেন। শুধু রাসূল (স)-এর একার পক্ষে সকল মানুষের নিকট দীনের দাওয়াত পৌঁছানো সম্ভব হতো না।

ইসলামে পাদ্রি-পুরোহিত পদ্ধতি নেই

খ্রিস্টধর্মে পাদ্রি এবং হিন্দু ধর্মে পুরোহিতরাই ধর্ম প্রচারকের দায়িত্ব পালন করে থাকে। ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পালনের জন্য এমন কোনো প্রচারক শ্রেণীকে নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়নি। ইসলাম প্রত্যেক মুসলিমের উপরই ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দেয়। মুসলিম হিসেবে জীবন যাপনের জন্য প্রত্যেক মুসলিমকেই দীন সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করতে হয়। যে যতটুকু জ্ঞান লাভ করতে পারে ততটুকুই অন্যদেরকে পৌঁছাবে। যারা আলেম তাদের দায়িত্ব আরো ব্যাপক।

www.priyoboi.com

মুসলিম জাতি দা'ঈ ইলাল্লাহর (আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর) দায়িত্ব পালন না করার কারণেই তাদের অধঃপতন হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তো মুসলিম উম্মাহকে মানবজাতির নেতৃত্বের মর্যাদাই দিয়েছিলেন। আল্লাহর দিকে ডাকার দায়িত্ব পালনে অবহেলার ফলেই আজ উম্মাহর এ দুর্দশা।

মুসলিমের পরিচয়

মুসলিম শব্দের অর্থ অনুগত, আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণকারী। আল্লাহর নিকট মুসলিম হিসেবে গণ্য হতে হলে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনতে হবে, আল্লাহর অনুগত হয়ে জীবন যাপনের প্রয়োজনে দীনের ইলম হাসিল করতে হবে এবং বাস্তব জীবনে আল্লাহর হুকুম পালন করতে হবে। মুসলমান পরিবারে জন্ম হলেই মুসলিম হিসেবে গণ্য হতে পারে না। ঈমান, ইলম ও আমলের গুণাবলি অর্জন করলেই মুসলিম বলে স্বীকৃতি পাওয়া যায়।

কোনো অমুসলিম ঈমান, ইলম ও আমলের দিক দিয়ে নিজেকে গড়ে তুলতে পারলেই মুসলিম বলে গণ্য হয়। কিন্তু তার সন্তান যদি পিতার বদলে দাদার মতোই জীবন যাপন করে তাহলে সে মুসলিম দাবি করতে পারে; কিন্তু আল্লাহর নিকট সে দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না।

ডাক্তারের ছেলে চিকিৎসা বিদ্যা না শিখলে ডাক্তারের সন্তান হওয়ার কারণেই কেউ তাকে ডাক্তার বলে মনে করবে না। এটা যেমন উত্তরাধিকারের বিষয় নয়, মুসলিম হওয়াও তেমনি জন্মগত ব্যাপার নয়। তাই দেখা যায়, কাফিরের সন্তানও নবী হয়েছেন এবং নবীর সন্তানও কাফির হয়ে গেছে। মুসলিম হওয়াটা অর্জন করার বিষয়, জন্মসূত্রে আপনা-আপনিই কেউ মুসলিম হতে পারে না।

মুসলিম সমাজের অবস্থা

১. মুসলিম সমাজে চার প্রকার মুসলিম দেখা যায়, অশিক্ষিতদের মধ্যে বিরাট সংখ্যায় এমন মুসলিম আছে যারা মুসলিমের গুণাবলি অর্জনের ব্যাপারে সচেতন নয়। শিক্ষিতদের মধ্যেও অনেক লোক ইসলামের প্রতি উদাসীন। তাদের কতক তো ইসলামে বিশ্বাসই করে না।

২. অনেক মুসলিম আছে, যারা ধার্মিক হিসেবে জীবন যাপন করে। নামায-রোযা ঠিকমতোই করে। তবে তারা ইসলামকে শুধু ধর্ম হিসেবেই জানে। আল্লাহকে বিশ্বাস করে, রাসূল (স)-কে ধর্মনেতা হিসেবে মানে এবং কুরআনকে ধর্মগ্রন্থ হিসেবে সওয়াবের আশায় তিলাওয়াত করে।

তারা অন্য লোককে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয় না। ধর্ম পালন করাকেই যথেষ্ট মনে করে। অন্যদেরকে ধার্মিক বানানোর চেষ্টা করে না।

৩. ধার্মিকদের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে, যারা দীনের দাওয়াত দেওয়া বড় কর্তব্য মনে করে বটে; কিন্তু তারা ইসলামকে পরিপূর্ণ জীবনবিধান হিসেবে বুঝে না বলে দীনকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে চেষ্টা করে না। তারা অবশ্য মানুষকে ধার্মিক বানানোর জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন।

৪. যারা মাদরাসা পাস আলেম তারা মসজিদ, মাদরাসা, খানকাহ ইত্যাদির মাধ্যমে দীনের খিদমত করছেন। তাদের অধিকাংশই ইসলামের ধর্মীয় দিকের খিদমত করছেন বটে; কিন্তু দীনকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে আন্দোলন করা কর্তব্য মনে করেন না।

রাসূলগণকে কী দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে?

আল্লাহ তাআলা তিনটি সূরাতে একই আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। সূরা তাওবার ৩৩ নং আয়াত, সূরা ফাত্হ'র ২৮ নং আয়াত ও সূরা সাফ-এর ৯ নং আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে,

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۔

'তিনিই ঐ সত্তা, যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দীন সহকারে পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি [রাসূল (স)-এর দীনে

www.priyoboi.com

হককে] অন্য সকল দীনের উপর বিজয়ী করেন।’

দীন ইসলামই একমাত্র সত্য দীন বা জীবনবিধান। দীন শব্দের অর্থ আনুগত্য। আল্লাহর আনুগত্য করার জন্যই ইসলামকে জীবনবিধান হিসেবে দান করা হয়েছে। আল্লাহ চান যে, তাঁর রচিত বিধান মানবসমাজে বিজয়ী হোক। মানবরচিত কোনো বিধানের অধীনে ইসলামের শুধু ধর্মীয় বিধানগুলো পালন করাই যথেষ্ট বিবেচিত হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ۔

‘আমি জ্বিন ও মানুষকে শুধু আমার দাসত্ব করার জন্য সৃষ্টি করেছি।’ সূরা যারিয়াতের ৫৬ নং আয়াতের এ ঘোষণা অনুযায়ী, আল্লাহর বিধান মেনে চলার জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অন্য কারো রচিত বিধান মানার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি।

তাই রাসূল (স)-কে এ দায়িত্ব দিয়েই পাঠানো হয়েছে যে, তিনি যেন আল্লাহর রচিত বিধানকে মানবসমাজে চালু করেন। মানুষ যেন অন্য কোনো বিধান মানতে বাধ্য না হয়। মানবরচিত বিধান চালু থাকবে, আর এর অধীনে ইসলামকে শুধু ধর্ম হিসেবে পালন করবে– এটা ইসলামের জন্য অপমানকর।

রাসূল (স)-এর উম্মতেরও একই দায়িত্ব

যাঁরাই রাসূল (স)-এর উপর ঈমান এনেছেন, তাঁদের উপরও দীনকে বিজয়ী করার সংগ্রামে রাসূল (স)-এর সাথী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। রাসূল (স)-এর যুগে যারা মুসলিম দাবি করত এবং রাসূল (স)-এর সাথে নামায আদায় করত; কিন্তু দীনকে বিজয়ী করার সংগ্রামে শরীক হতো না তাদেরকে মুনাফিক গণ্য করা হতো।

যদি এ দায়িত্ব তাঁর উম্মত পালন না করত, তাহলে রাসূল (স) একা ইসলামকে বিজয়ী করতে পারতেন না এবং তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পর পরই ইসলাম খতম হয়ে যেত। মুসলিম জাতির অস্তিত্বও বাকি থাকত না।

উম্মত যতদিন এ দায়িত্ব পালন করেছে, ততদিনই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মানবজাতির উপর নেতৃত্ব পরিচালনার সুযোগ দিয়েছেন। এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করার পরিণামেই আজ মুসলিম উম্মাহর উপর কাফিরদের নেতৃত্ব চেপে বসেছে।

এ দেশে মাত্র কয়েকটি সংগঠন দীনকে বিজয়ী করার সংগ্রাম করছে। আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ আলেম বিভিন্নভাবে ইসলামের খিদমতে সক্রিয় থাকলেও দীনকে বিজয়ী করার সংগ্রামে তাদের শতকরা পাঁচ জনও সক্রিয় নন। যদি আলেম সমাজ সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন, তাহলে মুসলিম জনগণ বিপুল সংখ্যায় এ সংগ্রামে শরীক হতো। আলেম সমাজ এ দায়িত্ব পালন না করার ফলেই জনগণ বেদীনদের নেতৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে। দেশের ক্ষমতা এমন লোকদের হাতেই রয়েছে, যারা ইসলামকে জীবনবিধান বলে বিশ্বাসই করে না।

খিলাফতের দায়িত্ব

আল্লাহ তাআলা মানুষকে খলীফার মর্যাদা দিয়েছেন। খলীফা মানে প্রতিনিধি। প্রতিনিধির দায়িত্বকেই খিলাফত বলা হয়। খিলাফতের এ দায়িত্বটি কী তা ব্যাখ্যা করা দরকার।

আল্লাহ তাআলা তাঁর সকল সৃষ্টির জন্যই বিধি-বিধান দিয়েছেন। মানুষ ও জিন ছাড়া অন্য সকল সৃষ্টির জন্য রচিত বিধান আল্লাহ নিজেই তাদের উপর জারি করেছেন। তাই সকল সৃষ্টিই বাধ্য হয়ে আল্লাহর রচিত বিধান মেনে চলে। প্রত্যেক সৃষ্টির জন্যই এর উপযোগী বিধান তিনি দিয়েছেন। এসব বিধান নবীর মাধ্যমে পাঠানো হয়নি।

এ বিষয়ে সূরা আলে ইমরানের ৮৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗۤ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ۔

‘(মানুষ কি) আল্লাহর দীন ছাড়া অন্য দীন তালাশ করে? অথচ আসমান ও জমিনে যাকিছু আছে সবই ইচ্ছায় হোক ও অনিচ্ছায় হোক (বাধ্য হয়ে) তাঁর (আল্লাহর) নিকট আত্মসমর্পণ করেছে (তাঁর বিধান মেনে চলছে)। (অবশেষে) সবাই

www.priyoboi.com

তাঁর নিকট ফিরে আসবে।'

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, সকল সৃষ্টিই বাধ্য হয়ে আল্লাহর বিধান মেনে চলছে। কারণ, আল্লাহ সব সৃষ্টিকেই তাঁর বিধান মানতে বাধ্য করেছেন। কিন্তু তিনি মানুষ ও জিনের জন্য যে বিধান রচনা করেছেন তা মানতে বাধ্য করেননি। তাদেরকে তা মানা ও অমান্য করার ইখতিয়ার দিয়েছেন। আয়াতের শুরুতে এদিকে ইঙ্গিত করেই বলা হয়েছে যে, মানুষকে আল্লাহর দীন মানতে বাধ্য করেননি বলেই কি তারা আল্লাহর দীনকে বাদ দিয়ে অন্য দীন তালাশ করে?

মানুষ ও জিনের জন্য রচিত বিধান যদি আল্লাহ অন্য সব সৃষ্টির মতো নিজেই জারি করতে চাইতেন, তাহলে মানুষও বাধ্য হয়ে তা মেনে চলত। তাহলে এ বিধান নবীর মাধ্যমে পাঠানোর প্রয়োজন হতো না।

এ বিধান কে জারি করবে? এ বিধান জারি করার দায়িত্ব নবীর ও যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনে তাদের। এ বিধান আল্লাহরই রচিত। তাঁর পক্ষ থেকে এ বিধান জারি করার দায়িত্ব যারা পালন করে তাদেরকেই খলীফার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। খিলাফতের এ দায়িত্ব পালনের জন্যই আল্লাহর দিকে দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করা প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য।

যে ব্যক্তিজীবনে আল্লাহর বিধান মেনে চলে তার উপর আল্লাহর খিলাফত কায়েম হয়। যে পরিবারের উপর আল্লাহর বিধান চালু করে তার পরিবারে খিলাফত কায়েম হয়। এভাবেই যদি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আল্লাহর বিধান কায়েম করা হয়, তাহলে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর খিলাফত কায়েম হয়।

মানুষ কার খলীফা?

কুরআনে মানুষকে খলীফা বা প্রতিনিধির মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। মানুষকে মালিকের অধিকার দেওয়া হয়নি। মানুষ নিজের দেহেরও মালিক নয়। তার দেহ ও সম্পদ যা তাকে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছে এর আসল মালিক আল্লাহ। যাকিছু তাকে ব্যবহার করার অধিকার দেওয়া হয়েছে এর কোনোটারই মালিকানা স্বত্ব তার নয়। তাই আল্লাহ যখন এর কোনোটা তার নিকট থেকে ছিনিয়ে নিতে চান, তখন সে তা ধরে রাখার ক্ষমতা রাখে না।

মানুষ শুধুই খলীফা; মালিক বা কর্তা নয়। কিন্তু কুরআনে এ কথা বলা হয়নি যে, মানুষ কার খলীফা। সে যদি প্রভুর বিধান মেনে চলে তাহলে সে আল্লাহর খলীফার মর্যাদা ভোগ করবে। আর যদি সে আল্লাহর বিধান না মানে তাহলে অন্য যে বিধানই মানুক তা শয়তানের বিধান। এ বিধান যে মানে সে শয়তানের খলীফা। তাই মানুষ হয় আল্লাহর খলীফা, আর না হয় শয়তানের খলীফা। তাকে খলীফা হিসেবেই সৃষ্টি করা হয়েছে। তাকে খলীফাই হতে হবে– হয় আল্লাহর, আর না হয় শয়তানের।

ব্যক্তিগতভাবে ধার্মিক হলেই কি খলীফার মর্যাদা পাওয়া যাবে?

মানবজীবনের অনেকগুলো দিক রয়েছে– ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি সবদিক মিলেই মানুষের জীবন। ধর্মীয় দিক একটি দিক মাত্র। কেউ যত বড় ধার্মিকই হোক শুধু ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মীয় বিধান মেনে চললে খলীফার মর্যাদা পাবে না।

জীবনের সবদিকে আল্লাহর বিধান মেনে চলতে চাইলে শুধু ব্যক্তিগত জীবনে মানা যথেষ্ট হতে পারে না। তাকে সমাজের অন্যান্য লোকের সহযোগিতা পেতে হবে। তাই তাকে অন্য সব লোককে আল্লাহর বিধান মানার জন্য দাওয়াত দিতে হবে। এ দাওয়াত ছাড়া অন্য মানুষকে সাথে পাওয়ার কোনো উপায়ই নেই।

তাই আল্লাহর খলীফার মর্যাদা পেতে হলে দা'ঈ ইলাল্লাহ বা আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী হতেই হবে। এ কারণেই রাসূল (স)-এর যুগে যে-ই রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে তার প্রথম কাজই ছিল, অন্যদেরকে ঈমানের দাওয়াত দেওয়া। এ দাওয়াতই ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করেছে। এ দাওয়াতের অভাবেই আজ ইসলামের এ দুর্দশা।

ইকামাতে দীন সবচেয়ে বড় ফরয

আল্লাহ তাআলা নবীগণকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন দীনকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে। কুরআনে এ দায়িত্বটিকে আরো একটি পরিভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। তা হলো, ইকামাতে দীন বা দীনকে প্রতিষ্ঠিত করা। পরিভাষা দু রকম হলেও আসল

www.priyoboi.com

দায়িত্বটি একই। দীন বিজয়ী হলেই তা কায়েম হলো। আর দীন কায়েম হলেই তা বিজয়ী হলো।

এ কাজটি এমন যে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সব নবীর যুগে দীন বিজয়ী হয়নি। কারণ, এ কাজটি একা করা কিছুতেই সম্ভব নয়। আল্লাহ কোনো অযোগ্য লোককে নবী নিযুক্ত করেননি। যে নবীর যুগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক নবীর সাথী হিসেবে যোগাড় হয়নি, সে যুগে দীন বিজয়ী হয়নি। নবী তার কাউম (সম্প্রদায়)-কে দাওয়াত দিয়েছেন। কিন্তু কোনো মানুষকে সে ডাকে সাড়া দিতে বাধ্য করার ক্ষমতা নবীকে দেওয়া হয়নি। মানুষকে দীন কবুল করতে বাধ্য করা হয়নি। তাই মানুষ নবীর ডাকে স্বেচ্ছায় সাড়া না দেওয়ায় সব নবীর যুগে দীন বিজয়ী হয়নি।

দীন কায়েমের এ ফরযটি শুধু নবীর উপরই কর্তব্য ছিল না; নবীর প্রতি যারা ঈমান আনে তাদের উপরও এ দায়িত্বটি পালন করা ফরয। দীন যতদিন কায়েম না হয়, ততদিন প্রত্যেক মুমিন-মুসলিমের উপর এ কাজটি ফরযে আইন। যখন দীন কায়েম হয়ে যায়, তখন তা কায়েম রাখা ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের উপর ফরযে আইন। আর মুসলিম জনগণের উপর তা ফরযে কিফায়া। ইসলামী রাষ্ট্রকে হেফাযত করার জন্য যদি সরকার জনগণকে আহ্বান জানায়, তাহলে সবার উপর তা আবার ফরযে আইনে পরিণত হয়। হযরত আবূ হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِّنْ نِّفَاقٍ.

‘যে মরে গেল, কিন্তু জিহাদ করল না এবং জিহাদ করার কথা খেয়ালও করল না, সে মুনাফিক অবস্থায় মরল।’ (মুসলিম)

জিহাদ মানে দীনের বিজয়ের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা। জিহাদ বললেই যুদ্ধ বোঝায় না। কিতাল মানে যুদ্ধ। দীনের বিজয়ের জন্য যুদ্ধ হলে তাও জিহাদ হিসেবে গণ্য।

ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, ‘(যখন শাসনক্ষমতা এমন লোকদের হাতে আসে, যারা যা বলে তা করে না এবং এমন কাজ করে, যা করতে বলা হয়নি তখন) যে এ লোকদের বিরুদ্ধে হাতে জিহাদ করে সে মুমিন, যে মুখে জিহাদ করে সেও মুমিন, যে মনে জিহাদ করে সেও মুমিন, এ ছাড়া অন্য যারা– তাদের সরিষা পরিমাণ ঈমানও নেই। (মিশকাত)

দীনকে বিজয়ী করার জন্য সংগঠনভুক্ত হওয়া দ্বিতীয় বড় ফরয

সূরা আ'রাফ ও সূরা হূদে কয়েকজন নবীর নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, সকল নবীই কাওমকে একই দাওয়াত দিয়েছেন। সে দাওয়াতের ভাষা নিম্নরূপ :

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ.

‘হে আমার দেশবাসী! একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করো, তিনি ছাড়া তোমাদের জন্য আর কোনো ইলাহ (হুকুমকর্তা প্রভু) নেই।’

এ ডাকে যারা اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলে সাড়া দিয়েছেন, তাদেরকে নবীগণ তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিয়ে তাঁর সংগঠনভুক্ত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ঐ নবীদের নাম নিয়েই সূরা শূ'আরায় বলা হয়েছে যে, নবীগণ তাদেরকে ডেকে বলেছেন, فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ‘তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চলো, আর আমার আনুগত্য করো।’ অর্থাৎ তোমরা সংগঠনভুক্ত হয়ে আমার নেতৃত্ব মেনে নাও।

জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া দীন বিজয়ী হতে পারে না বলেই সংগঠনভুক্ত হওয়া প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয। নবীর যুগে তো নবীর জামা'আতেই শরীক হতে হয়। কিন্তু পরবর্তীতে দীন কায়েমের উদ্দেশ্যে সংগঠিত যে জামা'আত যার পছন্দ তাতে শরীক হতে হবে। রাসূল (স) বলেছেন, জামা'আতবিহীন অবস্থায় মৃত্যু হলে জাহিলিয়াতের মৃত্যু বলে গণ্য হবে। হযরত হারেস আল আশ'আরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

www.priyoboi.com

اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ وَاللّٰهُ اَمَرَنِىْ بِهِنَّ اَلْجَمَاعَةُ وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْهِجْرَةُ وَالْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاِنَّهٗ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهٖ ـ

'হারেস আল আশ'আরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ে হুকুম দিচ্ছি। আল্লাহ তাআলা আমাকে এসবের হুকুম করেছেন। জামা'আত, (জামা'আতের নির্দেশ) শোনা, তা মেনে চলা, হিজরত ও আল্লাহর পথে জিহাদ। যে জামা'আত থেকে এক বিঘৎ পরিমাণও সরে যায়, সে তার গলা থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেলল।' (আহমদ, তিরমিযী)

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

اِذَا كَانَ ثَلٰثَةٌ فِىْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا اَحَدَهُمْ ـ

'আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তিনজন লোক এক সাথে সফর বা ভ্রমণে থাকলে তাদের একজনকে নেতা নির্বাচন করে নেওয়া কর্তব্য।' (আবূ দাঊদ)

হযরত আবূ হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَّسْكُنَ بِذَرْوَةِ الْجَنَّةِ فَلْيُلْزِمِ الْجَمَاعَةَ ـ

'আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জান্নাতের উন্নত শিখরে অবস্থান করে আনন্দ উপভোগ করতে চায় সে যেন সংগঠনকে আঁকড়ে ধরে।' (মুসলিম)

রাসূল (স) বলেছেন, মেষের পাল থেকে আলাদা হলে যেমন নেকড়ে বাঘ ধরে খায়, তেমনি জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হলে শয়তান ধরে বিভ্রান্ত করে। শয়তান মানুষের নেকড়ে বাঘ।

[জামা'আতবদ্ধ জীবন যে মুমিনের জন্য অপরিহার্য সে বিষয়ে আমার লেখা 'বাইয়াতের হাকীকত' বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে।]

দাওয়াত ইলাল্লাহ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার শ্রেষ্ঠ উপায়

আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করাই সকল নেক আমলের উদ্দেশ্য। তিনি সন্তুষ্ট হলেই জান্নাত পাওয়া সহজ হবে এবং দোযখ থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। রাসূল (স) বলেছেন, শুধু আমল করার ফলেই বেহেশত পাওয়া যাবে না। কারণ, আমলে ক্রটি থেকেই যায়। একমাত্র আল্লাহ সন্তুষ্ট হলেই আখিরাতে সত্যিকার সাফল্য লাভ হয়।

আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকা বা আল্লাহর দীনের দাওয়াত দিতে থাকার ফলে যদি আল্লাহর কোনো পথহারা বান্দাহ হেদায়াত পায়, তাহলে আল্লাহ যে কত বেশি খুশি হন তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন।

উদাহরণটি নিম্নরূপ

এক ব্যক্তি খাদ্য ও পানীয় সাথে নিয়ে উটে চড়ে রওয়ানা হলো। পথে এক মরুদ্যানে বিশ্রামের জন্য থামল। বিশ্রাম নিতে গিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম থেকে জেগে দেখল যে, উটটি নেই। অনেক তালাশ করেও উটটি পাওয়া গেল না। তার খাদ্য ও পানীয় উটের পিঠে রাখা ছিল। উটটি না পেয়ে চরম হতাশ হয়ে ক্লান্ত-শ্রান্ত অবস্থায় মাটিতে শুয়ে পড়ল। এ অবস্থায়ই ঘুম এসে গেল। ঘুম থেকে জাগার পর উটটিকে হাজির পেয়ে খুশির আতিশয্যে আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জানানোর উদ্দেশ্যে বলে উঠল, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার দাস, আমি তোমার প্রভু'। আসলে বলতে চেয়েছিল, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার রব, আমি তোমার দাস'। কিন্তু খুশির চোটে কথা উল্টে গেল।

এ উদাহরণ দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর কোনো পথহারা বান্দাহ যখন হেদায়াত লাভ করে তখন আল্লাহ ঐ লোকের চেয়েও বেশি খুশি হন।

তাহলে প্রমাণ হলো যে, আল্লাহর কোনো গুনাহগার বান্দাহ যখন আল্লাহর পথে ফিরে আসে তখন আল্লাহ অত্যন্ত খুশি হন। যার চেষ্টায় সে হেদায়াত পেল, তার উপর আল্লাহ নিশ্চয়ই বিশেষভাবে সন্তুষ্ট হন। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যত আমল করা হয় এর মধ্যে দীনের দাওয়াত দিয়ে আল্লাহর পথহারা মানুষকে হেদায়াত করার চেষ্টা করা শ্রেষ্ঠ আমল।

আল্লাহ তাআলা আমাদের দীনদারদেরকে এ মহান আমলটি করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের তাওফীক দান করুন।

সমাপ্ত